সুনীল অর্থনীতির পর্যটন গাইডলাইন

২০২১

বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১. প্রস্তাবনা

সুনীল অর্থনীতি একটি অর্থনৈতিক ধারণা এবং কাঠামো যা সামুদ্রিক সম্পদের টেকসই ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনাকে উৎসাহিত করে। এটি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, উন্নত জীবনযাত্রা এবং সামুদ্রিক পরিবেশের সংরক্ষণ নিশ্চিত করে। মৎস্য, পর্যটন ও সামুদ্রিক পরিবহণ, তীরবর্তী নবায়নযোগ্য শক্তি, জলজ চাষ (Aquaculture), সমুদ্রতলের সম্পদ আহরণ, সামুদ্রিক জৈব প্রযুক্তি এবং জৈব পর্যালোচনা ইত্যাদি খাতসমূহ সুনীল অর্থনীতির অন্তর্ভুক্ত। বিশ্বব্যাপী সুনীল অর্থনীতির খাতগুলোর মধ্যে পর্যটন একটি গুরুত্বপূর্ণ খাত হিসেবে বিবেচিত। সামুদ্রিক সম্পদের যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে বঙ্গোপসাগরকে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং সমৃদ্ধির কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার অপার সম্ভাবনা রয়েছে। এই সম্ভাবনাগুলোকে কাজে লাগিয়ে অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য "সুনীল অর্থনীতির পর্যটন গাইডলাইন" তৈরি করা হয়েছে। এই গাইডলাইনে বাংলাদেশের সুনীল অর্থনীতিতে পর্যটন সম্পদসমূহ চিহ্নিতকরণ, উন্নয়ন এবং সংরক্ষণ করার কাঠামোগত প্রক্রিয়ার উপর আলোকপাত করা হয়েছে।

২. প্রাসঙ্গিক সংজ্ঞা

সুনীল অর্থনীতি (Blue Economy**):** সুনীল অর্থনীতি একটি ধারণা যা সামুদ্রিক সম্পদ, জীববৈচিত্রের ভারসাম্য ও সামুদ্রিক পরিবেশের টেকসই উন্নয়ন এবং সম্পদসমূহের উপযুক্ত ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করে।

সামুদ্রিক পর্যটন (Marine Tourism**):** সমুদ্রে ভ্রমণসহ জলভিত্তিক বিভিন্ন বিনোদনমূলক কার্যক্রম যেমনঃ স্কুবা ডাইভিং, ওয়াটার স্কিইং, সামুদ্রিক প্রাণী দেখা, উইন্ডসার্ফিং ইত্যাদি উপভোগ করার জন্য ভ্রমণ করাকেই সামুদ্রিক পর্যটন বলে।

উপকূলীয় পর্যটন (Coastal Tourism**):** উপকূলীয় পর্যটন বলতে উপকূলীয় অঞ্চলের দ্বীপ, উপদ্বীপ, পর্যটন আকর্ষণ, সমুদ্র সৈকত, বনভুমি, জীব বৈচিত্র, নানা প্রকার বিনোদন কার্যক্রম যেমন, সাঁতার, সার্ফিং, সূর্য স্নান, এবং অন্যান্য সমুদ্র সৈকত ভিত্তিক পর্যটন ক্রিয়াকলাপকে বোঝায় যা বেশিরভাগই সমুদ্র তীরবর্তী স্থানে হয়ে থাকে।

প্রমোদতরী পর্যটন (Ocean Cruise Tourism**):** অবকাশ যাপন এর উদ্দেশ্যে প্রমোদ তরীতে (Cruise Ship) সমুদ্রের নির্দিষ্ট পথে যাত্রা করাই হল প্রমোদতরী পর্যটন।

৩. সুনীল অর্থনীতি এবং পর্যটনের বৈশিষ্ট্য

সুনীল অর্থনীতির মাধ্যমে চলমান এবং সম্ভাব্য উভয় খাতেই টেকসই, নির্মল এবং যথার্থ সুনীল উন্নয়নের সুযোগ তৈরি হয়। এই পর্যটন দুইটি ধারা নিয়ে গঠিত, যথাঃ সামুদ্রিক পর্যটন এবং উপকূলীয় পর্যটন। সুনীল অর্থনীতি এবং পর্যটনের কিছু অনন্য বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যেমনঃ

ক. সামুদ্রিক অর্থনৈতিক কার্যক্রমে স্বল্প, মধ্যম এবং দীর্ঘমেয়াদী সময়সীমার ভিত্তিতে টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক বিকাশ এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে।

খ. পরিবেশগত এবং জীব-বৈচিত্র্যের অখন্ডতা বজায় রেখে প্রাকৃতিক সম্পদের সংরক্ষণ এবং সুষম উন্নয়ন নিশ্চিত করে।

গ. সামুদ্রিক সম্পদ ব্যবস্থাপনার সুবিধাগত এবং কৌশলগত দিক বিবেচনা করে টেকসই উন্নয়ন সাধনের চেষ্টা করে।

৪. উদ্দেশ্য

এই গাইডলাইনের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হল সুনীল অর্থনীতির ধারণার উপর ভিত্তি করে পর্যটন উন্নয়ন নিশ্চিত করা যা শুধুমাত্র অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিই অর্জন করবে না, বরং পরিবেশগত এবং সামাজিক টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করবে। এই গাইডলাইনের অন্যান্য উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপঃ

ক. অর্থনৈতিক সুবিধা অর্জনের জন্য যথাযথ পদ্ধতিতে পর্যটন সম্পদ ব্যবহার করা।

খ. সুনীল অর্থনৈতিক কার্যক্রম প্রসারের লক্ষ্যে এর সুসংগত কাঠামো তৈরি করা।

৫. সুনীল অর্থনীতি এবং পর্যটন সম্পদ চিহ্নিতকরণ

পর্যটনকে সুনীল অর্থনীতির অন্যতম বৃহত্তম এবং দ্রুত বর্ধনশীল খাত হিসাবে বিবেচনা করা হয়। বাংলাদেশে বিভিন্ন সামুদ্রিক ও উপকূলীয় পর্যটন সম্পদ রয়েছে। যেমনঃ

- সমুদ্র ভ্রমণ;
- সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চলে ভ্রমণ;
- প্রমোদতরী উপভোগ;
- সমুদ্রের জলরাশি এবং সামুদ্রিক প্রকৃতি, জলজ স্তন্যপায়ী ও প্রানী বৈচিত্র্য (যেমনঃ তিমি, কুমির এবং বিভিন্ন প্রজাতির ডলফিন, কচ্ছপ ইত্যাদি), মাছ ধরা উপভোগ;
- আকর্ষণীয় সমুদ্র সৈকত উপভোগ;
- দ্বীপপুঞ্জ ও পর্যটন আকর্ষণ উপভোগ;

- সোয়াচ অব নো গ্রাউন্ড (বঙ্গোপসাগরের এক অতল রাজ্য) উপভোগ;
- সমুদ্র সৈকত এবং উপকূলীয় অঞ্চলের পর্যটন ক্রিয়াকলাপ উপভোগ ইত্যাদি।

সুনীল অর্থনীতির ধারণার যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করে এই সম্পদের উন্নয়ন সাধন করা।

৬. সুনীল অর্থনীতি এবং পর্যটন উন্নয়ন ও সংরক্ষণের জন্য নির্দেশনা

বাংলাদেশের সুনীল অর্থনীতিতে পর্যটন প্রবর্তনের মূল উদ্যেশ্য হল পর্যটন কার্যক্রমের মাধ্যমে সামুদ্রিক সম্পদের টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করা। নিম্নলিখিত নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়নের মাধ্যমে সুনীল অর্থনীতিতে পর্যটনের উন্নয়ন ও সংরক্ষণ করা সম্ভবঃ

- বাংলাদেশে আরও বেশী ওশান ক্রুজ আনয়নে বেসরকারি ট্যুর অপারেটরদের উৎসাহিত করার জন্য নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উভয় বিভাগ, ইমিগ্রেশন, কাস্টমস, বন বিভাগ ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরের দ্রুত অনুমতি প্রাপ্তি ও প্রয়োজনীয় সেবা সহজীকরণে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহের সাথে সমন্বয় সাধন ও MOU সম্পাদন।
- ওশান ক্রুজ পরিচালনায় সেবা সহজীকরণে One Stop Service ব্যবস্থা প্রবর্তন।
- সমুদ্র উপকূলবর্তী পর্যটন আকর্ষণ কেন্দ্রে/এলাকায় দায়িত্বশীল পর্যটন নিশ্চিতকরণসহ পর্যটকরা যেন নিরাপদে এবং স্বচ্ছন্দে ভ্রমণ করতে পারে সে বিষয়ে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের লক্ষ্যে স্থানীয় জনগণের মধ্যে সচেতনতামূলক কর্মশালা আয়োজন।
- সমূদ্রসৈকত, সমুদ্র, দ্বীপ ও চরাঞ্চলসহ সমুদ্র তীরবর্তী জেলাসমূহে Volunteer Group তৈরি পর্যটন সম্পদ রক্ষায় সচেতনতা বৃদ্ধি করা।
- সমুদ্র সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে টেকসই পর্যটন উন্নয়ন নিশ্চিতকরণে সভা/কর্মশালা /সেমিনার/ জনসচেতনতামূলক সভা আয়োজন।
- Diving tourism কে উৎসাহিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে MOU করা এবং প্রতিবছর এ সংক্রান্ত কর্মসূচী গ্রহণ করা।
- সমুদ্র সৈকত এলাকা, মেরিন ড্রাইভ, দ্বীপপুঞ্জ ও উপকূলীয় অঞ্চলে পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযান, এডভেঞ্চার ট্র্যাকিং, বীচ হাইকিং, মাউন্টেনিয়ারিং, আলট্রা ম্যারাথন, ট্রেইল রান, ক্রস কান্ট্রি রান, মাউন্টেন সাইক্লিং, সাঁতার, বাংলা চ্যানেল পাড়ি, বীচ ফুটবল, ক্রিকেট ও অন্যান্য স্থানীয় ক্রীড়া ও

পর্যটন কর্মকান্ড আয়োজন। এ ক্ষেত্রে সরকারি ও বেসরকারি আয়োজক সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের সাথে MOU করার মাধ্যমে যৌথ উদ্যোগে আয়োজন করা।

- স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগিতায় বীচ কার্নিভ্যাল আয়োজন।
- বাংলাদেশ নৌবাহিনীর উদ্যোগে আয়োজিতব্য International Fleet Review (IFR) সহ সাগর ও বীচকেন্দ্রিক সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে আয়োজিত আঞ্চলিক, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক অন্যান্য কর্মসূচী/অনুষ্ঠান সহ-অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে আয়োজন করা।
- পর্যটনে সুনীল অর্থনীতির উপর গবেষণা পরিচালনা করা।
- কক্সবাজারসহ অন্যান্য সমুদ্র সৈকত এলাকা, দ্বীপপুঞ্জ ও উপকূলীয় অঞ্চলে ট্যুরিস্ট ইনফরমেশন সেন্টার স্থাপন করা।
- সমূদ্রসৈকত, দ্বীপ ও চরাঞ্চলসহ সমুদ্রতীরবর্তী জেলাসমূহে কমিউনিটি ট্যুরিজম এবং হোমস্টে এর সম্ভাব্যতা চিহ্নিতকরণ, উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ, উদ্যোক্তা তৈরি ও বাজারজাতকরণ।
- সেন্টমার্টিন দ্বীপের পরিবেশ, প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সুরক্ষা এবং টেকসই পর্যটন উন্নয়ন' এর জন্য কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন;
- সমূদ্রসৈকত, সমুদ্র, দ্বীপ ও চরাঞ্চলের পর্যটন সম্পদ চিহ্নিতকরণ, উন্নয়ন ও বাজারজাতকরণ এর উদ্যোগ গ্রহণ। এ সংক্রান্ত সমীক্ষা পরিচালনা করা এবং পর্যটকদের সুবিধাদি বৃদ্ধি ও অবকাঠামোর উন্নয়নের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে সমন্বয় সাধন;
- দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে Island Hopping কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য সম্ভাব্যতা যাচাই ও বাস্তবায়ন;
- কক্সবাজার, কুয়াকাটা সমুদ্রসৈকত ও সেন্ট মার্টিন দ্বীপে বিভিন্ন ধরনের পণ্য ও সেবা যেমনঃ Para Sailing, Flying Fish, Snorkeling, Scuba Diving সহ বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম চালুকরণ এবং এ ক্ষেত্রে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ উৎসাহিতকরণ ও সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান;
- Duck tourism কে উৎসাহিত করতে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে সহায়তা প্রদান এবং সরকারের সংশ্লিষ্ট সংস্থার সাথে সমন্বয় সাধন;

- Yacht, Catamaran সহ বিভিন্ন প্রমোদতরীর সেবা চালুকরণে উদ্যোগ গ্রহণ এবং সরকারি ও বেসরকারি সংশ্লিষ্ট সংস্থার সাথে সমন্বয় সাধন;
- Back water Tourism এর সম্ভ্যাবতা যাচাই, উন্নয়ন ও বাজারজাতকরণ;
- সমূদ্রসৈকত এলাকায় টেকসই পর্যটন জোন তৈরির কার্যক্রম গ্রহণ;
- Integrated Tourism Resort Zones (ITRZ) অথবা tourism cluster গঠন;
- "Coastal & Maritime" পর্যটন উন্নয়নে মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন;
- উপকূলীয় এলাকায় যে কোন হোটেল, রিসোর্ট বা অন্যান্য স্থাপনা পর্যটকবান্ধব করে গড়ে তোলা;
- পরিবেশগতভাবে সংবেদনশীল, সামাজিকভাবে বা সাংস্কৃতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ, এবং সম্ভাব্য ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় (যেমনঃ সৈকত, মৎস্য ও চিংড়ি চাষের এলাকা, ম্যানগ্রোভ বন এবং সমুদ্র সৈকত ক্ষয়প্রবণ এলাকা ইত্যাদি) উন্নয়নের উদ্যোগ এড়িয়ে চলা;
- প্রস্তাবিত এলাকার ভূতত্ত্ব, বাস্তুসংস্থান এবং সংস্কৃতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে হোটেল বা রিসোর্টের নকশা এবং কাঠামো নির্মাণ করা। উদাহরণস্বরূপ, সেন্ট মার্টিনস প্রবাল দ্বীপে উঁচু ভবন নির্মাণ না করা;
- মৌলিক অবকাঠামো এবং সুবিধার (যেমনঃ বিদ্যুৎ, রাস্তাঘাট, পানি সরবরাহ, এবং তরল ও কঠিন বর্জ্য অপসারণ ব্যবস্থা) নৈকট্য বিবেচনা করা;
- সমুদ্র সৈকত অঞ্চলের নৈসর্গিক সৌন্দর্য রক্ষার জন্য উপকূলরেখার দৃশ্যকে বাধাগ্রস্ত করে এমন সারিবদ্ধ অবকাঠামোগত উন্নয়ন এড়াতে সতর্কতামূলক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা;
- অভ্যন্তরীণ পর্যটনকে সহজতর করতে কক্সবাজার থেকে খুলনা রুটে (যেমনঃ ভোলা-হাতিয়া-নিঝুমদ্বীপ–কুতুবদিয়া–পতেঙ্গা–মহেশখালী–কক্সবাজার-ইনানী এবং টেকনাফ) ক্রুজ পরিষেবা চালু করার বিষয়ে সরকারি ও বেসরকারি অংশীজনদের সাথে সমন্বয় সাধন করা;
- টেকসই বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যে হোটেল, রিসোর্ট, রেস্তোরাঁ এবং অন্যান্য খাদ্য পরিষেবা প্রদানকারী ব্যবসার খাদ্য বর্জ্য, প্লাস্টিকের কাগজ, টিন এবং কাচের জিনিসপত্রের জন্য পৃথক ডাস্টবিন ব্যবহার করা এবং এ বিষয়ে প্রশিক্ষণের আয়োজন করা।

৬.৪ সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ

সমুদ্রে চালিত নৌকা এবং অন্যান্য জাহাজ থেকে নির্গত আবর্জনা সমুদ্রের জীববৈচিত্র্য এবং পানির গুণমান দূষিত করছে যা ক্রমবর্ধমান ভাবে সামুদ্রিক প্রাণীর আবাসস্থলের জন্য হুমকির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

ক. সমুদ্র, সামুদ্রিক সুরক্ষিত এলাকা, পরিবেশগতভাবে সংবেদনশীল এলাকা এবং জনাকীর্ণস্থানে মানব সৃষ্ট বর্জ্য এবং অন্যান্য আবর্জনা ফেলা নিষিদ্ধ করা।

খ. জাহাজের সমস্ত আবর্জনা এবং মানব সৃষ্ট বর্জ্য ট্যাঙ্কে সংরক্ষণ করে সেগুলো সরকার অনুমোদিত নিষ্পত্তি এলাকায় নিক্ষেপ করা।

গ. কোনো ধরনের খাদ্য বর্জ্য এবং অন্যান্য নিষ্পত্তিযোগ্য আবর্জনা পানিতে না ফেলতে পর্যটকদের জন্য নির্দেশনা তৈরি করা এবং তা কার্যকর করা।

ঘ. সমুদ্র সৈকতে এবং নৌযানে নোটিশ বোর্ড ও সাইনবোর্ড যথাযথভাবে স্থাপন করা যাতে নির্দেশনাসমূহ যাত্রীদের কাছে দৃশ্যমান হয়। করণীয় ও বর্জনীয় বিষয়ে প্রচার প্রচারণা চালানো।

৭. সুনীল অর্থনীতি এবং পর্যটন উন্নয়নের জন্য কমিটি

এই গাইডলাইনে উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য 'জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি' গঠন করা। নিম্নোক্ত সদস্যদের নিয়ে কমিটি গঠন করা:

১. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড (সভাপতি)

২. বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (সদস্য)

৩. নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (সদস্য)

৪. পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (সদস্য)

৫. পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (সদস্য)

৬. স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের প্রতিনিধি (সদস্য)

৭. অর্থ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (সদস্য)

৮. পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (সদস্য)

৯. বাংলাদেশ নৌবাহিনীর প্রতিনিধি (সদস্য)

১০. বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের (বিএসসি) প্রতিনিধি, সদস্য

১১. চট্টগ্রাম, মংলা ও পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধি (সদস্য)

১২. বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্পোরেশনের (বিআইডব্লিউটিসি) প্রতিনিধি, সদস্য

১৩. বাংলাদেশ কোস্টগার্ডের প্রতিনিধি (সদস্য)

১৪. সামুদ্রিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি (সদস্য)

১৫. বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনের (বিপিসি) প্রতিনিধি (সদস্য)

১৬. ট্যুর অপারেটর এসোসিয়েশনের প্রতিনিধি (সদস্য)

১৭. ট্যুরিস্ট পুলিশের প্রতিনিধি (সদস্য)

১৮. সাংবাদিক (সদস্য)

১৯. উপ-পরিচালক, গবেষণা ও পরিকল্পনা, বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড (সদস্য-সচিব)

কমিটির কার্যপরিধিঃ

ক. আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সুনীল অর্থনীতির বাণিজ্যিক সম্ভাবনার সুযোগ অন্বেষণের জন্য সরকারি কর্তৃপক্ষ এবং সংশ্লিষ্ট শিল্পের মধ্যে অংশীদারিত্বকে উৎসাহিত করা।

খ. আন্তর্জাতিক অংশীদারদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা।

গ. স্থানীয় বন্দর কর্তৃপক্ষ, জাহাজ মালিক এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা।

ঘ. সামুদ্রিক ও উপকূলীয় পর্যটন কার্যক্রম উন্নয়ন এবং পর্যবেক্ষণ করা।

ঙ. সীমান্তবর্তী রুটে ক্রুজ জাহাজ চলাচলের জন্য সমন্বিত সমুদ্র পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা চুক্তি সম্পাদন করা।

চ. আঞ্চলিক সমন্বয় ও সহযোগিতা গড়ে তোলা।

ছ. স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অর্থনীতির উন্নয়ন এবং দারিদ্র্য বিমোচনে অবদান রাখতে ভ্যালু চেইনে তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

জ. প্রতিবেশী দেশ যেমনঃ ভারত, মিয়ানমার, মালদ্বীপ এবং শ্রীলঙ্কার মধ্যে সামুদ্রিক যোগাযোগ গড়ে তোলা।

ঝ. দ্বিপক্ষীয় সহযোগিতায় গন্তব্যস্থলের জন্য যৌথ প্রচার এবং প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে দ্বিপাক্ষিক পর্যটন চুক্তি উন্নয়ন।

ঞ. এ্যাংকরিং পয়েন্ট, উপকূলীয় স্থান এবং বন্দর এলাকায় অবকাঠামো ও পর্যটন সুবিধা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে সমন্বয় সাধন করা।

ট. সামুদ্রিক এবং উপকূলয় পর্যটনে সবুজ অনুশীলন প্রণয়ন করা।

ঠ. সামুদ্রিক বন্যপ্রাণী, পানিসম্পদ এবং জীববৈচিত্র্য রক্ষা করার ক্ষেত্রে সুপারিশ প্রদান করা।

ড. পর্যটকদের চাহিদা এবং যোগানের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা।

ঢ. উপকূলবর্তী এলাকার স্থানীয় সংস্কৃতি সংরক্ষণ করা।

৮। স্থানীয় কমিটিঃ

স্থানীয় পর্যায়ে নিম্ন বর্ণিত কমিটি দায়িত্ব পালন করবেঃ

১। জেলা পর্যটন উন্নয়ন কমিটি

২। বীচ ম্যানেজমেন্ট কমিটি

৯. অর্থায়ন এবং বাজেট

সুনীল অর্থনীতি এবং পর্যটন বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় বাজেট নিম্নলিখিত পদ্ধতিগুলোর মাধ্যমে নিশ্চিত করা হবেঃ

ক. সরকারি ও বেসরকারি সংশ্লিষ্ট দপ্তর তার বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় পর্যটনকে অন্তর্ভুক্ত করবে।

খ. উপকূলীয় অঞ্চলে টেকসই পর্যটন সুবিধা বিকাশে বেসরকারি খাতকে বিনিয়োগে উৎসাহিত করতে প্রণোদনা দেয়া।

গ. সুনীল অর্থনীতিতে পর্যটন উন্নয়ন প্রকল্পের সহ-অর্থায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সমন্বয় সাধন করা।

ঘ. টেকসই পর্যটনকে সমর্থন করতে এবং উপকূলীয় অঞ্চলের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে বৃক্ষরোপণে বিনিয়োগের জন্য স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ (PPP) গঠন করা।

ঙ. সুনীল অর্থনীতিতে পর্যটনের বিনিয়োগকারীদের জন্য স্বল্প ও মাঝারি মেয়াদে সুদমুক্ত ঋণের ব্যবস্থা করা।

চ. সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে সহ-অর্থায়নে সমুদ্র ও সমুদ্র সৈকত কেন্দ্রিক বিভিন্ন ক্রীড়া ও বিনিয়োগ কর্মকান্ড পরিচালনা করা।